দ্বিতীয় অধ্যায়
দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৭-০৮ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৬.২১ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করেছে। কৃষি খাত ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার কারণে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা কম হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। উল্লেখ্য ২০০৬-০৭ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসেবে ৬.৪৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৬.৫ শতাংশ, ৭.০ শতাংশ ও ৭.২ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ।

চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে বনজ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেলেও শস্য ও শাকসব্জি ও পশু সম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পাওয়ায় কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার কম হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। শিল্প খাতে, বিশেষ করে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পাবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে কয়েকটি খাতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেলেও সার্বিক ভাবে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পাবে। লেখচিত্র ২.১ এ স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ও মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হ'ল। সারণি ২.১-এ ২০০২-০৩ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট ও মাথাপিছু জিডিপি, স্থূল জাতীয় আয় (জিএনআই) দেখানো হল।

লেখচিত্র ২.১: স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ও মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

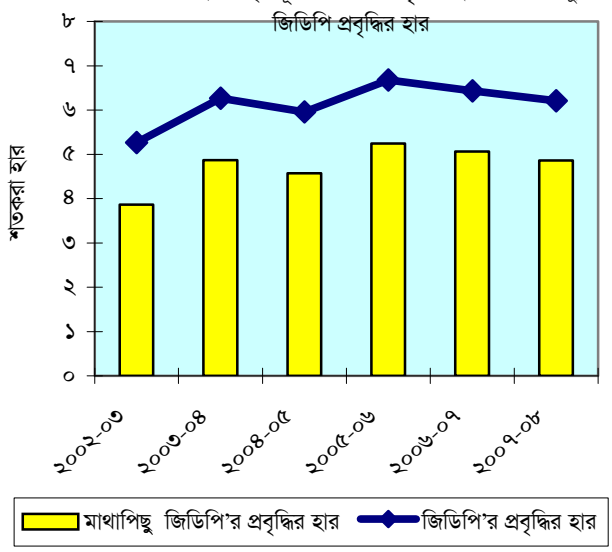

সারণি ২.১ঃ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই

বিষয়	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (সাময়িক)
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৩০০৫৮০	৩৩২৯৭৩	৩৭০৭০৭	৪১৫৭২৮	৪৭২৪৭৭	৫৪১৯১৯
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৩১৭১৬৩	৩৫০৫২৬	৩৮৯৬৩৫	৪৪২৯৩৫	৫০৭৭৫২	৫৮৫৩১৮
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৩.৩৪	১৩.৫২	১৩.৭০	১৩.৮৮	১৪.০৬	১৪.২৪
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	২২৫৩০	২৪৬২৮	২৭০৬১	২৯৯৫৫	৩৩৬০৭	৩৮০৫৬
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	২৩৭৭৩	২৫৯২৬	২৮৪৪৩	৩১৯১৫	৩৬১১৬	৪১১০৩
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৩৮৯	৪১৮	৪৪১	৪৪৭	৪৮৭	৫৫৪
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৪১১	৪৪০	৪৬৩	৪৭৬	৫২৩	৫৯৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ২.১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে দেশে মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয় অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি (২০০৭-০৮) অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪১১০৩ টাকা, যা গত অর্থবছরের মাথাপিছু

জাতীয় আয় ৩৬১১৬ টাকা হতে ১৩.৮১ শতাংশ বেশি। মাথাপিছু জিডিপি ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ৩৩৬০৭ টাকা যা চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৩৮০৫৬ টাকায়। অর্থাৎ মাথাপিছু জিডিপি এবছর বৃদ্ধি পাবে ১৩.২৪ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১২.১৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি যথাক্রমে ৫৯৯ ও ৫৫৪ মার্কিন ডলার। সারণি ২.২-এ ২০০২-০৩ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.২ঃ চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (সাময়িক)
১। কৃষি ও বনজ	৪৮৭৯৮	৫২৪১৯	৫৬১৬৭	৬২২২৩	৭০১২৪	৮০৩৯৩
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৩৬০২৪	৩৮৮৮৩	৪১৪৮২	৪৬১১৮	৫২৪৬৮	৬০৮০৪
খ) পশু সম্পদ	৭৪৭৪	৭৯১৬	৮৬৮০	৯৬৮২	১০৭৮০	১২০৮৮
গ) বনজ সম্পদ	৫৩০০	৫৬২০	৬০০৬	৬৪২৩	৬৮৭৬	৭৫০১
২। মৎস্য সম্পদ	১৪২৫৯	১৪৭৮৩	১৫৪৫৬	১৬৩১৭	১৭৭৮৩	১৯৫৬৮
৩। খনিজ ও খনন	৩৩০৯	৩৬৪৩	৪০৪১	৪৬৪৩	৫৩২২	৬১৪০
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	১৯০০	২০৮৫	২২৯৫	২৫৬৮	২৮৪৫	৩১৬০
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	১৪০৯	১৫৫৮	১৭৪৬	২০৭৫	২৪৭৬	২৯৮০
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	৪৫৮১৩	৫১৫২৭	৫৮৭৯৫	৬৮৯২৩	৮১১৭৮	৯৪১৩৮
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	৩২৩৭৭	৩৬৩৬৪	৪১৫৩৫	৪৮৯৭৪	৫৭৬৮৮	৬৬৭৭৪
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	১৩৪৩৫	১৫১৬৩	১৭২৬০	১৯৯৪৯	২৩৪৯০	২৭৩৬৪
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	৩৯৮৯	৪৪২৪	৪৯০৯	৫৩৯২	৫৫৯০	৫৯৬৬
ক) বিদ্যুৎ	৩৩১৮	৩৬৮৩	৪০৬৫	৪৪৫৫	৪৫৬৭	৪৮৪৪
খ) গ্যাস	৪৩৮	৪৮০	৫৩২	৫৯৪	৬৫১	৭১৮
গ) পানি	২৩৩	২৬১	৩১২	৩৪২	৩৭২	৪০৪
৬। নির্মাণ	২৩০১৬	২৫৩৯৭	২৯০৬১	৩২৭৯৭	৩৭৫৪৩	৪৩৪৬৮
৭। পাইকারি ও খুচরা বানিজ্য	৩৯১০৩	৪৪১০৩	৫০২৭৮	৫৬৯৮৪	৬৬০১১	৭৮২২২
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	১৯৪৪	২২০২	২৫১২	২৮৫৩	৩২৮৯	৩৮২৬
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৩১১১২	৩৪৪৪৪	৩৮২৮৯	৪৩২০৬	৪৮৯০৮	৫৪৮২৭
ক) স্থল পথ পরিবহন	২৪০৯৬	২৬৮৬০	২৯৩৭৪	৩২৮৪১	৩৬৮৫৩	৪০৭৬৮
খ) পানি পথ পরিবহন	২৭৯২	২৮৮৬	২৯৯৪	৩১৩৭	৩৩০৭	৩৪৮৬
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৪২০	৪৩৮	৪৬৭	৫০০	৫০৯	৫৪০
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	১০৩৬	১০৭০	১১৭১	১২৬০	১৪২০	১৫৪৯
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২৭৬৮	৩১৯০	৪২৮৩	৫৪৬৭	৬৮২০	৮৪৮৫
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	৪৭১৮	৫১৯৭	৫৯৩৪	৬৬৮৪	৭৭৪৪	৮৯১৭
ক) ব্যাংক	৩৫৪০	৩৮৮৯	৪৪৫১	৪৯৯৫	৫৭৯৭	৬৬৯১
খ) বীমা	৯৯৯	১১১১	১২৫৯	১৪৩০	১৬৪০	১৮৬৬
গ) অন্যান্য	১৮০	১৯৮	২২৫	২৬০	৩০৭	৩৬০
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	২৫৬৭৮	২৭৬০১	২৯৭৪৪	৩২১৫৭	৩৪৯২৯	৩৮০৩৬
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৭৭৮৩	৮৬২৪	৯৬৩৭	১১০৩৬	১২৭৪৩	১৪৫৪৭
১৩। শিক্ষা	৭০৬৪	৭৮৭৩	৮৭৮৮	৯৯৩৫	১১৭৭৬	১৩৮৪১
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৬৬০১	৭১৯৭	৮১০৪	৯০২২	১০৩০৭	১১৬৭৩
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	২৬৬৮৫	৩০০২৮	৩৩৮৭৬	৩৮২৮৩	৪৩৫৬৮	৫০২০০
আমদানি শুল্ক	১০৭০৭	১৩৫১০	১৫১১৩	১৫২৭৪	১৫৬৬২	১৮১৫৫
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	৩০০৫৮০	৩৩২৯৭৩	৩৭০৭০৭	৪১৫৭২৮	৪৭২৪৭৭	৫৪১৯১৯
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	১০.০২	১০.৭৮	১১.৩৩	১২.১৪	১৩.৬৫	১৪.৭০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

সারণী ২.৩-এ ১৯৯৫-৯৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার উপস্থাপন করা হলো। স্থিরমূল্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সার্বিক জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৬.২১ শতাংশে প্রাক্কলিত হয়েছে, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ৬.৪৩ শতাংশ।

সারণি ২.৩ঃ ১৯৯৫-৯৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

খাত/উপখাত	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (সাময়িক)
১। কৃষি ও বনজ	৩.২৯	৪.৩৮	১.৮০	৫.২৩	৪.৬৯	৩.৪৭
ক) শস্য ও শাকসব্জি	২.৮৮	৪.২৭	০.১৫	৫.০৩	৪.৪৩	৩.৪৪
খ) পশু সম্পদ	৪.৫১	৪.৯৮	৭.২৩	৬.১৫	৫.৪৯	২.৪১
গ) বনজ সম্পদ	৪.৪৩	৪.১৮	৫.০৯	৫.১৮	৫.২৪	৫.৪২
২। মৎস্য সম্পদ	২.৩৩	৩.০৯	৩.৬৫	৩.৯১	৪.০৭	৪.১১
৩। খনিজ ও খনন	৭.১৭	৭.৬৬	৮.৩৮	৯.২৬	৮.৩৩	৮.৬১
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৮.৯১	৮.৯৮	৯.০২	৯.৫২	৮.০৩	৮.১১
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৪.৬৬	৫.৬৮	৭.৪০	৮.৮৪	৮.৮০	৯.৪১
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	৬.৭৫	৭.১০	৮.১৯	১০.৭৭	৯.৭২	৭.৪২
(ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৬.৫৬	৬.৯৫	৮.৩০	১১.৪১	৯.৭৪	৭.২২
(খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৭.২১	৭.৪৫	৭.৯৩	৯.২১	৯.৬৯	৭.৯১
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	৮.০২	৯.০৯	৮.৯০	৭.৬৭	২.১০	৪.৮৮
ক) বিদ্যুৎ	৭.২৯	৯.১৯	৮.৫৮	৭.৪৫	১.০৮	৪.২৯
খ) গ্যাস	৮.৭৭	৮.৮১	৮.৮৭	৯.৩৭	৭.৩৭	৭.৯৫
গ) পানি	২০.০১	৮.০০	১৪.৪৪	৭.৫৫	৭.০৮	৭.২৯
৬। নির্মাণ	৮.০৯	৮.২৫	৮.৩১	৮.৩১	৭.০১	৫.৯৩
৭। পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৬.০৯	৬.৫৭	৭.০৬	৬.৭৫	৮.০৪	৭.২০
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	৭.০০	৭.০৫	৭.১২	৭.৪৫	৭.৫২	৭.৫৮
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৮৫	৬.২১	৭.৯৭	৭.৯৮	৮.০৩	৮.৬৯
ক) স্থল পথ পরিবহন	৬.৬৪	৬.০২	৪.২৫	৪.১৪	৪.১৮	৪.২৪
খ) পানি পথ পরিবহন	০.০৭	০.১৬	১.৯৫	১.৯৫	১.৭৩	১.৯৩
গ) আকাশ পথ পরিবহন	-১.৩৫	০.৮৪	২.৪৯	৫.২৫	২.০১	৫.০১
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	-১.১৭	-১.৩৫	২.৯২	৬.১৩	৮.৯৩	৮.০২
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৭.৮৯	১৪.৫৬	৩১.৭৯	২৬.৭০	২৩.২৯	২৩.৪১
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৬.৬৭	৭.০২	৮.৯২	৮.৫০	৯.১৮	৮.৯৭
ক) ব্যাংক	৫.৯১	৬.৭৩	৯.১১	৮.১৯	৯.৩৪	৯.০২
খ) বীমা	১০.২৯	৮.০৬	৮.৩৪	৯.১৬	৮.২১	৮.৩১
গ) অন্যান্য	২.৩২	৬.৯১	৮.৫১	১০.৯৪	১১.৬২	১১.৫৪
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৩.৫২	৩.৫৮	৩.৬৫	৩.৬৯	৩.৭৬	৩.৫৯
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৫.২৪	৭.০৬	৮.০২	৮.১৫	৮.৪১	৭.১৫
১৩। শিক্ষা	৭.৬০	৭.৬৯	৭.৯০	৯.০৫	৮.৯৬	৭.৮৮
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৫.৬৩	৬.১৭	৭.৪০	৭.৭৯	৭.৬৪	৭.৫০
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৩২	৩.৯৭	৪.০৫	৪.০৯	৪.৫৮	৪.৬৪
স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার	৫.২৬	৬.২৭	৫.৯৬	৬.৬৩	৬.৪৩	৬.২১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

কৃষি খাত

বিস্তৃত খাত হিসাবে কৃষি খাত কৃষি ও বনজ এবং মৎস্য- এ দুটি খাতের সমন্বয়ে গঠিত, চলতি অর্থবছরের স্থুল দেশজ উৎপাদে যার সম্মিলিত অবদান প্রায় ২০.৮৭ শতাংশ এবং সার্বিকভাবে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩.৬১ শতাংশ। স্থুল দেশজ উৎপাদে কৃষির আওতাধীন খাত ও উপখাতসমূহের ভূমিকা নিম্নে বর্ণিত হ'লঃ

কৃষি ও বনজ

শস্য ও শাকসব্জি, পশুসম্পদ এবং বনজ সম্পদ উপখাতসমূহের সমন্বয়ে কৃষি ও বনজ খাত চলতি অর্থবছরের স্থুল দেশজ উৎপাদে ১৬.২৩ শতাংশ অবদান রেখেছে (সারণি ২.৪)। চলতি অর্থবছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩.৪৭ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ৪.৬৯ শতাংশ। মূলত দু'বার বন্যা ও ভয়াবহ সিডরের কারণে শস্য

ও শাকসব্জি উপখাতে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণেই ২০০৭-০৮ অর্থবছরের কৃষি ও বনজ খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কম । উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মোট খাদ্য শস্য (চাল ও গম) উৎপাদনের পরিমাণ ২৯৭.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে প্রাক্কলন করেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২৮০.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টনের তুলনায় ৬.২৩ শতাংশ বেশি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আউশ ও আমন উৎপাদন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক প্রাক্কলনে চলতি অর্থবছরে বোরো ধানের উৎপাদন ১৮.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

অন্যান্য গৌণ শস্যসমূহ যেমন ডাল, মশলা, আখ, ফল, শাক-সব্জি ও তামাকের উৎপাদন পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে চলতি অর্থবছরে আলুর উৎপাদন হয়েছে রেকর্ড পরিমাণ (৮০ লক্ষ মেট্রিক টন)।

চলতি অর্থবছরে পশুসম্পদ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ২.৪১ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫.৪৯ শতাংশ। মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বার্ড ফ্লু জনিত কারণে পশুসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে পারে বলে সাময়িক ভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বনজ সম্পদ উপখাতে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫.২৪ শতাংশ।

মৎস্য

মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২০০৭-০৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস হতে মোট মৎস্য আহরণের পরিমাণ ২৫.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরের তুলনায় ৬.২৩ শতাংশ বেশি। এ খাতে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪.১১ শতাংশ যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ৪.০৭ শতাংশ। স্থির মূল্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ৪.৬৪ শতাংশ (সারণি ২.৪)।

শিল্প খাত

খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মান এই চারটি খাতের সমন্বয়ে শিল্প খাত ঘটিত। চলতি অর্থবছরে এই খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৬.৮৭ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ৮.৩৮ শতাংশ। বৃহৎ শিল্প খাতের আওতাধীন খাতসমূহের অবস্থান নিম্নে দেয়া হলো।

খনিজ ও খনন

২০০৭-০৮ অর্থবছরে খনিজ ও খনন খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৮.৬১ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ৮.৩৩ শতাংশ। এর মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৮.১১ শতাংশ ও অন্যান্য খনিজ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৯.৪১ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৮.০৩ শতাংশ ও ৮.৮০ শতাংশ।

ম্যানুফ্যাকচারিং

জানুয়ারি, ২০০৮ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ও পূর্ববর্তী সময়ের উৎপাদনের ধারাকে বিবেচনায় এনে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৭.৪২ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ৯.৭২ শতাংশ। বড় ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প বিশেষ করে সুতা, ফার্মাসিউটিক্যাল, চামড়া, প্লাস্টিক দ্রব্য, লোহা ও ইস্পাত, সিরামিক, সিমেন্ট, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ইত্যাদি শিল্পে চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। নিটওয়্যার ও তৈরি পোশাক শিল্পে রপ্তানি আয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম কোয়ার্টারে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হলেও তৃতীয় কোয়ার্টার শেষে পূর্ববর্তী একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ১৭.৩৪ শতাংশ ও ৭.৫৪ শতাংশ। এই সময়কালে সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, প্রকৌশল দ্রব্য ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্যান্য সকল বৃহৎ শিল্পসমূহেও উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহেও জুলাই- ডিসেম্বর, ২০০৮ সময়কালে পূর্ববর্তী একই সময়ের তুলনায়

সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বড় ও মাঝারি শিল্পে মূল্য সংযোজন পরিমাপের নিমিত্তে ব্যবহৃত শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক জুলাই'০৭- জানুয়ারি'০৮ সময়কালে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র পরিসরের শিল্পসমুহের উৎপাদনের ত্রৈমাসিক সূচকেও উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মোট উৎপাদনের প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ অবদান এই ক্ষুদ্র শিল্প উপখাতের। এই ক্ষুদ্র শিল্প উপ-খাতের উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে দেশজ কাঁচামালের উপর। ক্ষুদ্র পরিসরের শিল্পসমূহের মধ্যে চাউলের কল, দুগ্ধজাত দ্রব্য, নিটওয়্যার, চামড়াজাত দ্রব্য, পাদুকা, কাঠের আসবাবপত্র, কাগজ ও কাগজ হতে উৎপাদিত দ্রব্য এবং অ-ধাতব দ্রব্য শিল্পসমূহে চলতি অর্থ বছরের প্রথমার্ধে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৭.৯১ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ৯.৬৯ শতাংশ।

বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি

২০০৭-০৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১২২৮৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অবদান যথাক্রমে ৬০.০৩ শতাংশ ও ৩৯.৯৭ শতাংশ। এ অর্থবছরে মোট ২৫০০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে বলে অনুমিত হচ্ছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত উৎপাদনের চেয়ে ৭.৪৫ শতাংশ বেশি। গ্যাস উৎপাদনেও উর্ধ্বগতির ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং মোট বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যয়ের প্রায় ৭০ শতাংশই পূরণ করছে প্রাকৃতিক গ্যাস। ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মোট গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৫২৬.৭২ বিলিয়ন ঘনফুট ও ৫৬২.২২ বিলিয়ন ঘনফুট । ২০০৭-০৮ অর্থবছরের গ্যাসের সম্ভাব্য চাহিদার পরিমাণ ৬২৪.৯০ বিলিয়ন ঘনফুট, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত ব্যবহারের তুলনায় ১১.১৫ শতাংশ বেশি। ফলে সার্বিক ভাবে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি খাতে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৮৮ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ২.১০ শতাংশ।

নির্মাণ

নির্মাণ খাতের প্রধান উপাদানসমূহ হচ্ছে সিমেন্ট, লোহা ও স্টীল। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সিমেন্টের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে সার্বিক নির্মান কাজ হ্রাস পাবে বলে অনুমিত হচ্ছে। এই নিরিখে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯৩ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সেবা খাত

পাইকারি ও খুচরা বানিজ্য, হোটেল ও রেঁস্তোরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহের সমন্বিত উৎপাদনই সেবা খাতের মোট উৎপাদন। চলতি অর্থবছরে মোট স্থুল দেশজ উৎপাদে সমন্বিত সেবা খাতের অবদান ৪৯.৪৬ শতাংশ। নিম্নে সমন্বিত সেবা খাতের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত/উপ-খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির চিত্র দেয়া হলো।

পাইকারি ও খুচরা বানিজ্য

২০০৭-০৮ অর্থবছরে এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৮.০৪ %) প্রবৃদ্ধির তুলনায় হ্রাস পেয়ে ৭.২০ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে এই খাতের অবদান ১৪.৩৯ শতাংশ।

হোটেল ও রেঁস্তোরা

২০০৭-০৮ অর্থবছরে এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৭.৫২ %) প্রবৃদ্ধির তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫৮ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ

২০০৭-০৮ অর্থবছরে পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে ৮.৬৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.০৩ শতাংশ। ডাক ও তার যোগাযোগ সেবা উপখাত এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ২৩.৪১ শতাংশ। বিশেষ করে মোবাইল ফোন সার্ভিস টেলিযোগাযোগ শিল্পের ভিত্তি মজবুত করেছে এবং এ উপ-খাতের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১০.৪৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.২৫ শতাংশ বেশি।

রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা

২০০৭-০৮ অর্থবছরে রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৩.৫৯ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ৩.৭৬ শতাংশ।

অন্যান্য সেবা খাত

সেবা খাতের অন্তর্ভূক্ত অবশিষ্ট খাতসমূহের মধ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে শিক্ষা, লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও সমাজকর্ম খাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৭.৮৮ শতাংশ, ৭.১৫ শতাংশ ও ৭.৫০ শতাংশ । এ ছাড়া কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৬৪ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদান

২০০৭-০৮ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত কৃষি (মৎস্য খাতসহ) খাতের অবদান প্রায় ১৯.০৯ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৯.৬১ শতাংশ ও ১৯.২৪ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত শিল্প (খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মান এই চারটি খাতের সমন্বয়) খাতের অবদান প্রায় ২৮.৫৮ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২৭.৯১ শতাংশ ও ২৮.৩৮ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত সেবা (পাইকারি ও খুচরা বানিজ্য, হোটেল ও রেঁস্তোরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহের সমন্বয়) খাতের অবদান প্রায় ৫২.৩৩ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৫২.৪৮ শতাংশ ও ৫২.৩৮ শতাংশ। উপরের উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে সমন্বিত কৃষি খাতের অবদান ক্রমহ্রাসমান, পক্ষান্তরে সমন্বিত শিল্প খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান যদিও সমন্বিত সেবাখাতের অবদান প্রায় স্থিতিশীল।

স্থির মূল্যে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদান

সারণি ২.৪-এ ১৯৯৫-৯৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার (%) উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সারণি হতে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত কৃষি (মৎস্য খাতসহ) খাতের অবদান প্রায় ২০.৮৭ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২১.৮৪ শতাংশ ও ২১.৩৭ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত শিল্প (খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মান এই চারটি খাতের সমন্বয়) খাতের অবদান প্রায় ২৯.৬৬ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে

২৯.০৩ শতাংশ ও ২৯.৪৫ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত সেবা (পাইকারি ও খুচরা বানিজ্য, হোটেল ও রেঁস্তোরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহের সমন্বয়) খাতের অবদান প্রায় ৪৯.৪৬ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৪৯.১৪ শতাংশ ও ৪৯.১৮ শতাংশ।

সারণি ২.৪ঃ ১৯৯৫-৯৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার (%)

খাত/উপখাত	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (mvgwqK)
১। কৃষি ও বনজ	১৮.২২	১৭.৯৭	১৭.২৭	১৬.৯৮	১৬.৬৪	১৬.২৩
ক) শস্য ও শাকসব্জি	১৩.৪৩	১৩.২	১২.৫১	১২.২৮	১২.০০	১১.৭০
খ) পশু সম্পদ	২.৯৩	২.৯১	২.৯৫	২.৯২	২.৮৮	২.৭৯
গ) বনজ সম্পদ	১.৮৬	১.৮৩	১.৮২	১.৭৯	১.৭৬	১.৭৫
২। মৎস্য সম্পদ	৫.২৫	৫.১১	৫.০০	৪.৮৬	৪.৭৩	৪.৬৪
৩। খনিজ ও খনন	১.০৯	১.১১	১.১৪	১.১৬	১.১৮	১.২০
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	০.৬৬	০.৬৮	০.৬৯	০.৭১	০.৭২	০.৭৩
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৪৪	০.৪৩	০.৪৪	০.৪৫	০.৪৬	০.৪৭
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	১৫.৯৭	১৬.১৬	১৬.৫১	১৭.০৮	১৭.৫৫	১৭.৭৭
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১১.২৯	১১.৪১	১১.৬৬	১২.১৪	১২.৪৭	১২.৬০
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৪.৬৮	৪.৭৬	৪.৮৫	৪.৯৪	৫.০৮	৫.১৬
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১.৫৪	১.৫৯	১.৬৪	১.৬৫	১.৫৭	১.৫৬
ক) বিদ্যুৎ	১.৩০	১.৩৪	১.৩৭	১.৩৮	১.৩০	১.২৮
খ) গ্যাস	০.১৭	০.১৮	০.১৮	০.১৯	০.১৯	০.১৯
গ) পানি	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৯
৬। নির্মাণ	৮.৬৩	৮.৮৩	৯.০৩	৯.১৪	৯.১৫	৯.১৪
৭। পাইকারী ও খুচরা বিপণন	১৩.৮৭	১৩.৯৭	১৪.১২	১৪.০৮	১৪.২৪	১৪.৩৯
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	০.৬৭	০.৬৮	০.৬৮	০.৬৯	০.৬৯	০.৭০
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৯.৭৬	৯.৭৯	৯.৯৮	১০.০৭	১০.১৮	১০.৪৩
স্থল পথ পরিবহন	৬.৯৫	৬.৯৬	৬.৮৫	৬.৬৭	৬.৫০	৬.৩৯
ক) পানি পথ পরিবহন	১.০৩	০.৯৭	০.৯৩	০.৮৯	০.৮৫	০.৮১
খ) আকাশ পথ পরিবহন	০.১৩	০.১২	০.১২	০.১২	০.১১	০.১১
গ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	০.৩৫	০.৩৩	০.৩২	০.৩১	০.৩২	০.৩৩
ঘ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১.৩০	১.৪১	১.৭৬	২.০৮	২.৪০	২.৭৯
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১.৬৩	১.৬৫	১.৬৯	১.৭২	১.৭৬	১.৮০
ক) ব্যাংক	১.২২	১.২৩	১.২৭	১.২৮	১.৩১	১.৩৫
খ) বীমা	০.৩৪	০.৩৫	০.৩৬	০.৩৭	০.৩৭	০.৩৮
গ) অন্যান্য	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৭	০.০৭	০.০৭
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৮.৪৮	৮.৩০	৮.১২	৭.৮৭	৭.৬৪	৭.৪৬
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৬০	২.৬৩	২.৬৮	২.৭১	২.৭৫	২.৭৭
১৩। শিক্ষা	২.৩৬	২.৪০	২.৪৪	২.৪৯	২.৫৪	২.৫৮
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.২১	২.২২	২.২৫	২.২৭	২.২৯	২.৩২
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৭.৭২	৭.৫৯	৭.৪৫	৭.২৫	৭.০৯	৭.০০
জিডিপি	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সমন্বিত সেবাখাতের অর্ন্তভূক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদান সর্বোচ্চ, যা চলতি অর্থবছরে ১৪.৩৯ শতাংশে পৌঁছবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৪.০৮ শতাংশ ও ১৪.২৪ শতাংশ। সমন্বিত সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

চলতি অর্থবছরে এ খাতের অবদান ১০.৪৩ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১০.০৭ শতাংশ ও ১০.১৮ শতাংশ। উপরের উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জিডিপিতে কৃষি থেকে অকৃষিখাতে খাতওয়ারি অবদানের কাঠামোগত বিবর্তনের ইতিবাচক ধারা এ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন সারণি ২.৫ ও লেখচিত্র-২.২.১ হতে ২.২.৪-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.৫: স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬) দেশজ উৎপাদে বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

অবদান (শতকরা হার)								
খাত	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
কৃষি	৩৩.০৭	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	২১.৮৪	২১.৩৭	২০.৮৭
শিল্প	১৭.৩১	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৯.০৩	২৯.৪৫	২৯.৬৬
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৪৯.১৪	৪৯.১৮	৪৯.৪৬
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)								
কৃষি	৩.৩১	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	২.২১	৪.৯৪	৩.৬১
শিল্প	৫.১৩	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৮.২৮	৯.৭৪	৬.৮৭
সেবা	৩.৫৫	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৩৬	৬.৯২	৬.৬৯
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৭৪	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৫.৯৩	৭.০২	৬.০৯

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

লেখচিত্র ২.২.১
১৯৮০-৮১ অর্থবছরের জিডিপিতে বৃহৎ খাত সমূহের অবদান

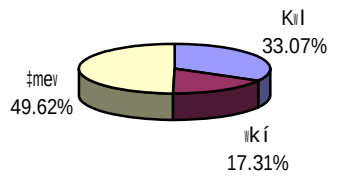

লেখচিত্র ২.২.২
১৯৯০-৯১ অর্থবছরের জিডিপিতে বৃহৎ খাত সমূহের অবদান

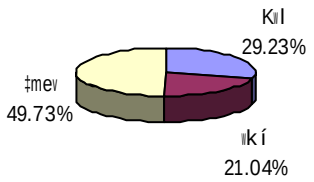

লেখচিত্র ২.২.৩
২০০০-০১অর্থবছরের জিডিপিতে বৃহৎ খাত সমূহের অবদান

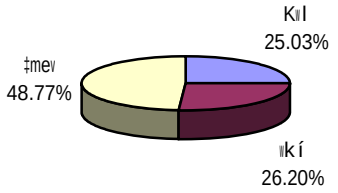

লেখচিত্র ২.২.৪ঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে বৃহৎ খাত সমূহের অবদান

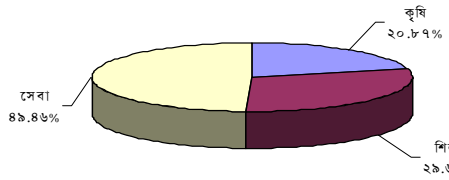

গত দুই দশকে কৃষি ও শিল্প খাতের অবদানের ক্রমবিবর্তনের ধারা বিদ্যমান থাকলেও একই সময়ে সেবা খাতের অবদান কিঞ্চিৎ হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া প্রায় একই পর্যায়ে রয়েছে। আশির দশকের শুরুতে (১৯৮০-৮১) জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল ৩৩.০৭ শতাংশ, যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ২৯.২৩ শতাংশ এবং ২০০০-০১ অর্থবছরে ২৫.০৩ শতাংশে দাঁড়ায়। চলতি অর্থবছরে তা ২০.৮৭ শতাংশে এসে দাঁড়াবে বলে সাময়িক ভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, আশির দশকের শুরুতে সমন্বিত শিল্প খাতের অবদান ছিল ১৭.৩১ শতাংশ, যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ২১.০৪ শতাংশ এবং ২০০০-০১ অর্থবছরে ২৬.২০ শতাংশে দাঁড়ায়। চলতি অর্থবছরে এ হার ২৯.৬৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। । একই সময়ে শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি অর্জনেও লক্ষ্যণীয়

অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃষি ও সেবা খাতের তুলনায় শিল্পখাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

সঞ্চয়

২০০০-০১ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ছিল যথাক্রমে ১৮.০০ শতাংশ ও ২২.৪১ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে জিডিপি'র ২০.৩৫ শতাংশ ও ২৮.৬৬ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে জিডিপি'র ২০.০৮ শতাংশ ও ২৯.২৩ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। সারণি ২.৬ ও লেখচিত্র ২.৩-এ বিগত কয়েক বছরের দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ২.৬ ঃ স্থূল দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) সঞ্চয়ের শতকরা হার।

	দেশজ সঞ্চয়	জাতীয় সঞ্চয়
2000-01	18.00	22.41
2001-02	18.16	23.44
2002-03	18.63	24.87
2003-04	19.53	25.44
2004-05	20.01	25.84
2005-06	20.25	27.67
2006-07	20.35	28.66
2007-08 (সাময়িক)	20.08	29.23

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লেখচিত্র ২.৩:জিডিপির শতকরা হারে দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়

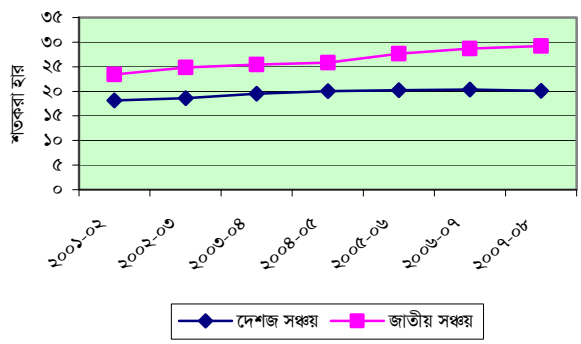

বিনিয়োগ

মোট বিনিয়োগে সরকারি খাতের অবদান ক্রমহ্রাসমান এবং বেসরকারি খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে মোট বিনিয়োগে ব্যক্তিখাতের অবদান ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ, যা চলতি অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৯.২৫ শতাংশে। ২০০০-০১ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপি'র ২৩.০৯ শতাংশ। তন্মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের হার ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.২৫ শতাংশ ও ১৫.৮৪ শতাংশ। জাতীয় বিনিয়োগ হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৪.৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জাতীয় বিনিয়োগ হার সামান্য হ্রাস পেয়ে ২৪.৪৬ শতাংশ হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে তা আবারও হ্রাস পেয়ে ২৪.১৬ শতাংশ হতে পারে মর্মে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অবদান যথাক্রমে জিডিপি'র ৫.০১ শতাংশ ও ১৯.১৫ শতাংশ হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে বিনিয়োগের শতকরা হার সারণি ২.৭-এ এবং লেখচিত্র ২.৪-এ দেখানো হলঃ

সারণি ২.৭ঃ স্থূল দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) বিনিয়োগের শতকরা হার।

A_eQi	মোট বিনিয়োগ	সরকারি বিনিয়োগ	বেসরকারি বিনিয়োগ
২০০০-০১	২৩.০৯	৭.২৫	১৫.৮৪
২০০১-০২	২৩.১৫	৬.৩৭	১৬.৭৮
২০০২-০৩	২৩.৪১	৬.২০	১৭.২১
২০০৩-০৪	২৪.০২	৬.১৯	১৭.৮৩
২০০৪-০৫	২৪.৫৩	৬.২১	১৮.৩২
২০০৫-০৬	২৪.৬৫	৬.০০	১৮.৬৫
২০০৬-০৭	২৪.৪৬	৫.৪৫	১৯.০২
২০০৭-০৮ (সাময়িক)	২৪.১৬	৫.০১	১৯.১৫
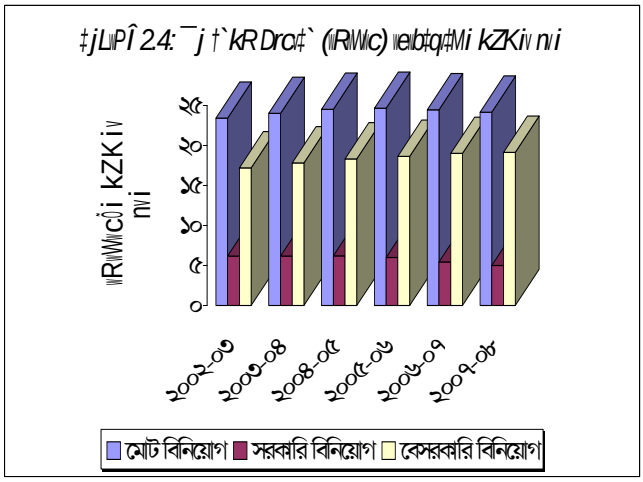
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।